সংবাদ

তারিখ 20 DEC 2015
পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৫

প্রাথমিক শিক্ষার সূচকে এগিয়েছে বাংলাদেশ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন সূচকে এগিয়েছে। বেড়েছে শিক্ষার্থীদের শেখার যোগ্যতা, কমেছে ঝরে পড়ার হার। লৈঙ্গিক সমতাও অর্জন হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষকদের যোগ্যতাও বেড়েছে। গত ১৬ বছরে প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন সূচকে উন্নতি হয়েছে। বেসরকারি সংস্থা 'গণসাক্ষরতা অভিযান' এর এক প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। 'এডুকেশন ওয়াচ-২০১৫' শীর্ষক প্রতিবেদনটি গতকাল রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এলজিইডি মিলনায়তনে প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদনের তথ্য তুলে ধরেন গণসাক্ষরতা অভিযানের কর্মকর্তা সমীর রঞ্জন নাথ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি শিক্ষকদের নিয়মিত ক্লাসের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, 'কত ভাগ শিক্ষক কর্তব্যে অবহেলা করছেন, তার গবেষণা হওয়া উচিত।' অনুষ্ঠানে অন্যানের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক

প্রাথমিক : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

প্রাথমিক : শিক্ষার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সরকারের উপদেষ্টা অধ্যাপক ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ ও ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী, ডিএফআইডির এদেশীয় প্রতিনিধি ক্যারোলাইন সানারস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের চেয়ারপারসন কাজী রফিকুল আলম।

প্রতিবেদনে ১৯৯৮ সাল থেকে করা গণসাক্ষরতা অভিযানের আগের প্রতিবেদনগুলোর সঙ্গে সর্বশেষ প্রতিবেদনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ তুলে ধরে বলা হয়, ২০১৪ সালে ৭৪.৫ শতাংশ শিক্ষার্থী সার্বিকভাবে যোগ্যতা অর্জন করেছে। বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতাতে শিক্ষার্থীরা আগের চেয়ে ভালো করেছে। গণিতে ২০০০ সালে ৪৮ শতাংশ শিক্ষার্থী কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা অর্জন করে, যা ২০১৪ সালে এসে তা দাঁড়ায় ৬৯.২ শতাংশে। এভাবে অন্য বিষয়গুলোতেও শিক্ষার্থীরা ভালো করেছে।

এছাড়া প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত এক শ্রেণি থেকে আরেক শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার হার বেড়েছে। ১৯৯৮ সালে এই হার ছিল ৮৬.৫ শতাংশ, যা ২০১৪ সালে দাঁড়ায় ৯২ শতাংশ। বর্তমানে প্রাথমিকে ঝরে পড়ার হার প্রায় ২০ শতাংশ। নিট ভর্তির হার ১৯৯৮ সালে ছিল ৭৭ শতাংশ এবং ২০১৩ সালে তা দাঁড়ায় ৯৪.৫ শতাংশ। এই প্রবণতা চলতে থাকলে ২০১৯ সালে শতভাগ শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হবে বলে জানান সমীর রঞ্জন নাথ।

প্রতিবেদনে শিক্ষকদের যোগ্যতা উন্নতির চিত্র তুলে ধরে আরও বলা হয়, ১৯৯৮ সালে যেখানে ৪৮.৩ শতাংশ শিক্ষকের ন্যূনতম যোগ্যতা স্নাতক ডিগ্রি ছিল, ২০১৪ সালে তা হয় ৫৭. ২ শতাংশ। তবে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই হার ৬৬.৯ শতাংশ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে ৬৩.৪ শতাংশ নারী শিক্ষক রয়েছেন, ১৬ বছর আগে যা ছিল ৩২ শতাংশ।